হুযুর صلى الله تعالى عليه وآله وسلم এর ক্ষমতা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীদের তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার উপর জুমার রাতে ও জুমার দিনে একশ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার একশটি হাজত পূরণ করবেন। ৭০টি আখিরাতের আর ৩০টি দুনিয়ার।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩০৩৫)

উনপর দরূদ হরদম জিন কো কাশে বে কাশা কেহতে হে,
উনপর সালাম জিন কো খবর বে খবর কি হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

✻ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ الله, تُوْبُوْا اِلَى الله ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পৃারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মহান রাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ ১৪৩৭ হিজরীর রবিউল আউয়ালের ১২তম রাত। **আল্লাহ্ তাআলার** কাছে লাখ লাখ কৃতজ্ঞতা যে, যিনি আমাদের আবারো একবার এই মহান ফযীলত ও বরকত পূর্ণ পবিত্র রাত নসীব করিয়েছেন। এটা ঐ মহান রাত, যে রাতে **মাহবুবে রব, সুলতানে আরব, রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সম, শাহে বনী আদম, নবীয়ে মুহতাশাম, শাহে আরব ও আযম, শফিয়ে উমাম, সারাপায়ে জু'দ ও করম,দাফেয়ে রঞ্জ ও আলম, রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ার শুভাগমন করেন। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: নিঃসন্দেহে **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের রাত "লাইলাতুল কদরের" চেয়েও উত্তম। কেননা, বিলাদতের রাত **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই দুনিয়াতে শুভাগনের রাত। যেহেতু "লাইলাতুল কদর" **ছরকারে দোআলম, নূরে মুজাস্সম, রাসূলে মুহতাশম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রদত্ত (নেয়ামতরাজীর) মধ্যে একটি মাত্র রাত (নেয়ামত)। আর যে রাত **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর "পবিত্র সত্তা" প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে সম্মানিত, তা ঐ রাতের চেয়েও বেশি উত্তম, যে রাত ফিরিস্তা অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে সম্মানিত হয়েছে। (অর্থাৎ- শবে কদর)

(মা-সাবাতা বিস্সুন্নাহ, ১০০ পৃষ্ঠা)

যখন সমগ্র বিশ্ব কুফরী, শিরক, পশুত্ব, বর্বরতার ঘোর অন্ধকারে আছন্ন হয়ে গিয়েছিল, ঠিক তখনি ১২ই রবিউল আউয়াল মক্কায়ে মুকার্‌রমায় হযরত সায়্যিদাতুনা আমেনা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর পবিত্র ঘর থেকে এমন এক নূরের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হলো। যা সমগ্র বিশ্ব জগতকে আলোকিত করে দিলো। ভুলুণ্ঠিত মানবতা যার আগমনের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল ছিল, সেই **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, শময়ে বযমে হিদায়াত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য রহমত হয়ে এই পৃথিবীতে শুভাগমন করলেন।

www.dawateislami.net

১২ই রবিউল আউয়ালে **আল্লাহ্ তাআলা নূর, রহমতে ভরপুর, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়াতে শুভাগমন করার সাথে সাথেই কুফরী ও শিরকের মেঘ কেটে গেলো। ইরান সম্রাট 'কিসরার' প্রাসাদে ভূকম্পন হল তাতে ১৪টি গম্বুজ ধ্বংস হয়ে গেল, ইরানের যে অগ্নিকুণ্ড এক হাজার বছর ধরে জ্বলছিল তা হঠাৎ নিভে গেলো, সা'ওয়া নদী শুকিয়ে গেল, কা'বা শরীফে ভাববেগ (ওয়াজ্দ) এসে গেলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের এই মহান নূরানী রাতে হযরত সায়্যিদাতুনা আমেনা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর **বাগানে সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্বের মোবারক আলোচনা করে আমাদের সত্ত্বাকে রহমত ও বরকত দ্বারা পূর্ণ করার চেষ্টা করব। আজকের বয়ানে আমরা এটাও শুনবো যে, **আল্লাহ্ তাআলা আমাদের আক্বা, দু'জাহানের দাতা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কি কি ক্ষমতা প্রদান করেছেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুমত কিরূপ শান ও মান বিশিষ্ট, তা মনোযোগ সহকারে শুনব এবং বুঝার চেষ্টা করবো اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ। এই নূরানী রাতের অপুরন্ত বরকত ও রহমত অর্জিত হবে।

আসুন! বয়ানের পূর্বে আশিকে মাহে মিলাদ ও আশিকে মাহে রিসালাত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত শ্লোগান দ্বারা এই নূরানী রাতকে অভ্যর্থনা জানাই। যদি সম্ভব হয় তবে মাদানী ঝান্ডা (পতাকা) উড়িয়ে খুবই উৎসাহ ও উদ্দীপনা, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে মারহাবা ইয়া মুস্তফার সাড়া জাগিয়ে তুলুন।

ছরকার কি আমদ .... মারহাবা, সরদার কি আমদ ..... মারহাবা,
আমেনা কে ফুল কি আমদ .... মারহাবা, রাসূলে মকবুল কি আমদ .... মারহাবা,
পিয়ারে কি আমদ .... মারহাবা, আচ্ছে কি আমদ .... মারহাবা, সাচ্ছে কি আমদ .... মারহাবা,
সুহনে কি আমদ .... মারহাবা, মুহাম্মদ কি আমদ .... মারহাবা,
মুখতার কি আমদ .... মারহাবা, মুখতার কি আমদ .... মারহাবা, মুখতার কি আমদ .... মারহাবা,
মারহাবা ইয়া মুস্তফা! মারহাবা ইয়া মুস্তফা! মারহাবা ইয়া মুস্তফা! মারহাবা ইয়া মুস্তফা!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা

দো'জাহানের মালিক ও মুখতার, শফিয়ে মাহশার, শাহানশাহে আবরার, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন সকল লোকেরা একত্র হয়ে হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর কাছে উপস্থিত হবে এবং আবেদন করবে: আপনি **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে আমাদের জন্য শাফায়াত করুন। তিনি বলবেন: আমি এই কাজের জন্য নই বরং তোমরা হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর কাছে যাও। কেননা, তিনি **আল্লাহ্ তাআলার** খলিল। তখন সকলে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর কাছে যাবে, তিনিও বলবেন: আমি এই কাজের জন্য নই বরং তোমরা হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট যাও। কেননা, তিনি **আল্লাহ্ তাআলার** কলিম। তখন সকলে হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নিকট যাবে, তিনিও বলবেন: আমি এই কাজের জন্য নই বরং তোমরা হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট যাও। কেননা, তিনি রূহুল্লাহ্ এবং কালিমাতুল্লাহ্। তখন লোকেরা হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট যাবে, তিনিও বলবেন: আমি এই কাজের জন্য নই বরং তোমরা **হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে চলে যাও। তখন সবাই আমার নিকট আসবে তখন আমি বলব: আমি শাফায়াত করার জন্যই। অতঃপর আমি **আল্লাহ্ তাআলার** অনুমতি প্রার্থনা করব। তখন আমাকে অনুমতি প্রদান করা হবে এবং **আল্লাহ্ তাআলা** আমার অন্তরে এমন "হামদ" প্রদান করবে যা এখনো আমার জ্ঞানে উপস্থিত নেই। আমি সেই হামদগুলো দ্বারা **আল্লাহ্**র হামদ (প্রশংসা) করবো এবং **আল্লাহ্ তাআলার** সামনে সিজদাবনত হয়ে যাব। বলা হবে: يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ অর্থাৎ- **হে মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মাথা উঠিয়ে নিন। বলুন! আপনার কথা শুনা হবে। চাইতে থাকুন! দান করা হবে। শাফায়াত করুন! কবুল করা হবে। আমি আরয করবো: يَا رَبِّ، اُمَّتِيْ اُمَّتِيْ অর্থাৎ- হে **আল্লাহ্**! আমার উম্মত! আমার উম্মত!

www.dawateislami.net

তখন বলা হবে: যান এবং আপনার উম্মতদের মধ্যে ঐ সকল ব্যক্তিকে (জাহান্নাম থেকে) বের করে নিন, যাদের অন্তরে জব পরিমাণও ঈমান রয়েছে। আমি গিয়ে তাদের বের করে আনবো। অতঃপর আবার দিবে আসবো এবং ঐ হামদগুলো দ্বারা **আল্লাহ্ তাআলার** হামদ (প্রশংসা) করবো। অতঃপর আবারও **আল্লাহ্ তাআলার** সামনে সিজদাবনত হয়ে যাবো। বলা হবে: يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ অর্থাৎ- **হে মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মাথা উঠিয়ে নিন। বলুন! আপনার কথা শুনা হবে। চাইতে থাকুন! দান করা হবে। শাফায়াত করুন! কবুল করা হবে। আমি আরয করবো: يَا رَبِّ، اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ অর্থাৎ- হে **আল্লাহ্**! আমার উম্মত! আমার উম্মত! তখন বলা হবে: যান এবং আপনার উম্মতদের মধ্যে ঐ সকল ব্যক্তিকে (জাহান্নাম থেকে) বের করে নিন, যাদের অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান রয়েছে। অতঃপর আমি যাবো এবং এরূপ সকলকে বের করে আনবো। অতঃপর ফিরে এসে ঐ হামদগুলো দ্বারা **আল্লাহ্ তাআলার** হামদ (প্রশংসা) করবো। অতঃপর আবারও **আল্লাহ্ তাআলার** সামনে সিজদাবনত হয়ে যাবো। বলা হবে: يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ অর্থাৎ- **হে মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মাথা উঠিয়ে নিন। বলুন! আপনার কথা শুনা হবে। চাইতে থাকুন! দান করা হবে। শাফায়াত করুন! কবুল করা হবে। আমি আরয করবো: يَا رَبِّ، اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ অর্থাৎ- হে **আল্লাহ্**! আমার উম্মত! আমার উম্মত! তখন বলা হবে: যান যার অন্তরে সরিষা দানার চাইতেও কম ঈমান রয়েছে তাদেরও বের করে আনুন। অতএব আমি যাবো এবং এমনই করবো।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রখ্যাত মুফাস্সীর, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: মনে রাখবেন! আমরা কখনো নিজে থেকেই **আল্লাহ্ তাআলার** হামদ করতে পারবো না।

[১] (বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, ৪/৫৭৭, হাদীস- ৭৫১০)

www.dawateislami.net

যতক্ষণ পর্যন্ত **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের শিখাবেন না, আমাদের হামদ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিখানো এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হামদ **আল্লাহ্ তাআলার** শিখানো এবং **আল্লাহ্ তাআলার** যেমন হামদ (প্রশংসা) **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم করেছেন এবং করবেন তা সৃষ্টি জগতে কেউ এমন হামদ (প্রশংসা) করেনি। এই জন্যই তাঁর নাম **"আহমদ"** (অর্থাৎ অনেক বেশি হামদ ও প্রশংসা বর্ণনাকারী)। আরো বলেন: ঐ সিজদায় **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলার** অতুলনীয় হামদ (প্রশংসা) করবেন এবং "মকামে মাহমুদে" **আল্লাহ্ তাআলা হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এমন হামদ (প্রশংসা) করবেন যা কেউ করতে পারবে না। এই জন্যই **হুযুরে আনওয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম **"মুহাম্মদ"** (অর্থাৎ যার অনেক বেশি হামদ ও প্রশংসা বর্ণনা করা হয়)। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুনাহগারদের বের করার জন্য দোযখে তাশরীফ নিয়ে যাবেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমরা গুনাহগারদের জন্য অতি নগন্য স্থানেও তাশরীফ নিয়ে যাবেন। যদি আজ মিলাদ শরীফ বা আলোচনার মাহফিলে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনেন, তবে তা তাঁর দয়ায় অসম্ভব নয়। এতে তাঁর শান ছোট হবে না, বরং এতে আমাদের এবং আমাদের ঘরের শান বেড়ে যায়।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের **আক্বা ও মাওলা, মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ শান ও শওকতের মালিক বানিয়েছেন এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কেমন ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যে, হাশরের ময়দানে যখন সূর্য এক মাইল উপর থেকে আগুন বর্ষণ করতে থাকবে, তামার উত্তপ্ত জমিনে খালি পায়ে যখন দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে, মানুষ তার ভাই-বোন, মা-বাবা এবং স্ত্রী-সন্তানদের থেকে পালিয়ে বেড়াবে, সেই দিন সকলেই শুধুমাত্র নিজের চিন্তাই করবে, তাছাড়া গুনাহগাররা নিজের ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে,

[১] (মিরাতুল মানাজিহ, ৭/৪১৭-৪১৯)

www.dawateislami.net

এমনই কঠিন দিনে **দয়া ও করুণাকামী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুনাহগার উম্মতদের দোযখের আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে যাবেন এবং **আল্লাহ্ তাআলার** মহান দরবারে বারবার উম্মতের শাফায়াতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করবেন। অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শাফায়াতের ক্ষমতা প্রদান করবেন এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলার** দানক্রমে নিজের উম্মতদের শাফায়াত করে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন।

তুমহারা নাম মুসীবত মে জব লিয়া হোগা, হামারা বিগড়া হুয়া কাম বন গেয়া হোগা।
গুনাহগার পে জব লুতফ আপ কা হোগা, কিয়া বিগাইর কিয়া বে কিয়া কিয়া হোগা।
খোদা কা লুতফ হুয়া হোগা দস্তগীর জরুর, জু গিরতে গিরতে তেরা নাম লে লিয়া হোগা।
দেখায়ি জায়েগি মাহশার মে শানে মাহবুবি, কেহ আ-প হি কি খুশি আ-প কা কাহা হোগা।
কিসিকে পা-ও কি বেড়ী ইয়ে কাটতে হোগে, কোয়ী আসীরে গম উন কো পুকার তা হোগা।
কিসি তরফ সে সাদা আ-য়েগি হুযুর আ-ও, নেহী তো দম মে গরীবোঁ কা ফয়সালা হোগা।
কোয়ী কাহেগা দোহায়ী হে ইয়া রাসুলাল্লাহ্! তু কোয়ী থাম কে দামান মাচাল গেয়া হোগা।
ইয়ে বে-কারার করেগি সাদা গারীবোঁ কি, মুকাদ্দাস আ-খোঁ সে তার আশক কা বান্দা হোগা।
হাজার জান পিদা নরম নরম পাওঁ সে, পুকার সুন কে আসীরোঁ কি দৌড়তা হোগা।
আযীয বাচ্চা কো মাঁ জিস তরেহ্ তালাশ করে, খোদা গাওয়াহ্ এহি হাল আ-পকা হোগা।
খোদায়ী ভর ইনহি হাথো কো দেখতি হোগী, যামানা ভর ইনহি কদমোঁ পে লৌটতা হোগা।
মে উন কে দর কা ভিখারী হোঁ ফজলে মাওলা সে, হাসান ফকির কা জান্নাত মে বিস্তরা হোগা।
ছরকার কি আমদ .... মারহাবা, দিলদার কি আমদ .... মারহাবা, আওলা কি আমদ .... মারহাবা,
আ'লা কি আমদ .... মারহাবা, ওয়ালা কি আমদ .... মারহাবা, বা'লা কি আমদ .... মারহাবা,
ইয়াসিন কি আমদ .... মারহাবা, ত্বহা কি আমদ .... মারহাবা, মুজাম্মিল কি আমদ .... মারহাবা,
মুদাস্সির কি আমদ .... মারহাবা, মুখতার কি আমদ .... মারহাবা,
মুখতার কি আমদ .... মারহাবা, মুখতার কি আমদ .... মারহাবা।
মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সারা বিশ্বজগতের মালিক ও সৃষ্টিকর্তা **আল্লাহ্ তাআলাই** এবং সবকিছু তারই মুখাপেক্ষী। কোন কিছুই তার আয়ত্ত এবং ক্ষমতার বাইরে নেই। কিন্তু তিনি তাঁর আপন দয়া ও অনুগ্রহে সৃষ্টি থেকে তাঁর বিশেষ বান্দাদের যেমন- আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ও আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى বিভিন্ন ক্ষমতা ও উৎকর্ষতা দ্বারা ধন্য করেছেন। এই বিষয়টি এভাবে বুঝার চেষ্টা করুন, যে যতটুকু মর্যাদার অধিকারী ছিল, তাকে তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী ক্ষমতা প্রদান করেছেন। নিঃসন্দেহে আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام সেই সম্মণিত এবং পবিত্র ব্যক্তিত্ব, যাদের মর্যাদা সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ ও উচ্চতর। তাই তাদেরকে দানকৃত মুজিযা, উৎকর্ষতা এবং ক্ষমতাগুলোও অন্যান্য সৃষ্টি থেকে উন্নত ও উত্তম। অতঃপর তাদের মধ্য থেকেও **তাজেদারে আম্বিয়া, মাহবুবে কিবরিয়া, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যেই পদ ও মর্যাদা অর্জিত তা কোন মুসলমানের কাছে গোপন নেই। তাই **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ক্ষমতা থেকে বেশি এবং সুস্পষ্ট।

খলক সে আউলিয়া আউলিয়া আউলিয়া সে রুসূল, আউর রাসূলোঁ সে আ'লা হামারা নবী।
মুলকে কাওনাঈন মে আম্বিয়া তাজেদার, তাজেদারোঁ কা আক্বা হামারা নবী।
সারে আচ্ছোঁ মে আচ্ছা সামাঝ্ইয়ে জিসে, হে উস আচ্ছোঁ সে আচ্ছা হামারা নবী।
সারে উচোঁ মে উচা সামাঝ্ইয়ে জিসে, হে উস উচোঁ সে উচা হামারা নবী।
সব চমক ওয়ালে উজ্বলোঁ মে চমকা কিয়ে, আন্দে শীশোঁ মে চমকা হামারা নবী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পবিত্র কালাম কুরআনুল করীমেও বিভিন্ন জায়গায় **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আসুন! **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা সম্পর্কে কয়েকটি আয়াতে করীমা শুনি:

www.dawateislami.net

পারা- ৫, সূরা- নিসার ৬৫নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۶۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ সুতরাং হে মাহবুব! আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুসলমান হবে না, যতক্ষণ পরস্পরের ঝগড়ার ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক মানবে না। অতঃপর যা কিছু আপনি নির্দেশ করবেন, তাদের অন্তর সমূহে সে সম্পর্কে কোন দ্বিধা পাবে না এবং অন্তঃকরণে তা মেনে নেবে।

পারা- ১০, সূরা- তাওবা'র ২৯নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ যুদ্ধ করো তাদের সাথে, যারা ঈমান আনেনা, **আল্লাহ্**র উপর ও কিয়ামত দিবসের উপর এবং হারাম বলে মান্য করে না ঐ বস্তুকে, যাকে হারাম করেছেন **আল্লাহ্** ও তাঁর রাসূল।

পারা- ২৮, সূরা- হাশর'র ৭নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَمَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং যা কিছু তোমাদেরকে রাসূল দান করেন, তা গ্রহণ করো। আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।

পারা- ২২, সূরা- আহযাব'র ৩৬নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং না কোন মুসলমান পুরুষ, না কোন মুসলমান নারীর জন্য শোভা পায় যে, যখন **আল্লাহ্** ও রাসূল কোন নির্দেশ দেন তখন তাদের স্বীয় ব্যাপারে কোন ইখতিয়ার থাকবে।

সদরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এ থেকে প্রতীয়মান হলো, মানুষের জন্য **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করা প্রত্যেকটা বিষয়েই ওয়াজিব।

www.dawateislami.net

আর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুকাবিলায় কেউ আপন আত্মারও খোদ মুখতার নয়।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আপনারা দেখলেন তো! **বিশ্ব জগতের সৃষ্টি কর্তা আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ ক্ষমতা প্রদান করে ধন্য করেছেন যে, মুসলমানদের নিজস্ব ব্যাপারেও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে হাকিম ও মুখতার বানিয়ে মুসলমানদেরকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যকে আবশ্যক করে দিয়েছেন। এভাবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই বিষয়েও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যে, যখনই চান, যেভাবে চাইবেন আদেশ প্রদান করুন এবং যে বিষয়ে চান, যখনি চান নিষেধ করে দিন।

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছেন **আল্লাহ্ তাআলার** একচ্ছত্র প্রতিনিধি। সমস্ত জাগতকে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার অধীনে করে দিয়েছেন। যা ইচ্ছা করুন, যেমন ইচ্ছা করুন, যাকে ইচ্ছা দান করুন, যার থেকে ইচ্ছা ফিরিয়ে নিন। সমস্ত জগতে তাঁর আদেশকে পরিবর্তনকারী কেউ নেই। সমস্ত জগত তাঁর প্রভাবাধীন (অর্থাৎ তাঁর আদেশের অনুগামী) এবং তিনি নিজের প্রতিপালক ছাড়া আর কারো প্রভাবাধীন নয়, সকল মানুষের মালিক। যে তাঁকে নিজের মালিক মানবে না সে সুন্নাতের মিষ্টতা থেকে বঞ্চিত থাকে। সকল জমিন তাঁরই সম্পত্তি, সকল জান্নাত তারই নিষ্করবৃত্তি (অর্থাৎ উপহারস্বরূপ পাওয়া)। আসমান ও জমীনের সাম্রাজ্য **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুমের অধীন, জান্নাত ও জাহান্নামের চাবি সমূহ তাঁরই পবিত্র হাতে সমর্পন করে দেয়া হয়েছে। রিযিক ও কল্যাণ এবং সকল দয়া দাক্ষিণ্য **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই দরবার থেকে বন্টন করা হয়ে থাকে।

---

[১] (খাযাইনুল ইরফান, পারা-২২, সূরা- আল আহযাব, আয়াত- ৩৬)

www.dawateislami.net

দুনিয়া ও আখিরাত **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দানেরই একটা অংশ। শরীয়াতের আহকাম **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অধীন করে দেয়া হয় যে, যার উপর যা ইচ্ছা হারাম করে দিতে পাবেন এবং যার জন্য যা ইচ্ছা হালাল করে দিতে পারবেন। আর যে কোন ফরয চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারবেন।[১]

কৌনে-ন বানায়ে গেয়ে ছরকার কি খাতির,
কৌনে-ন কি খাতির তুমে ছরকার বানায়া।
কুঞ্জি তুমে দী আপনে খাযানোঁ কি খোদা নে,
মাহবুব কিয়া মালিক ও মুখতার বানায়া। (যওকে নাত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বিষয়ে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা শুনি;

হজ্ব ফরয হওয়ার মধ্যে হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা

যখন **আল্লাহ্ তাআলা** আপন বান্দাদের উপর হজ্ব ফরয করলেন এবং **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুতবায় হজ্ব ফরয হওয়ার ঘোষণা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন: "اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا অর্থাৎ- হে লোকেরা! **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর হজ্ব ফরয করে দিয়েছেন, তাই হজ্ব আদায় করো।" তখন এক সাহাবীয়ে রাসূল (হযরত সায়্যিদুনা আকরা বিন হাবীস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! প্রতি বছরই কি হজ্ব করা ফরয? তিনবার তিনি এই আরয করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই **রাসূলদের সরদার, নবীয়ে মুখতার, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিরবতা অবলম্বন করলেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন: "لَوْ قُلْتُ:نَعَمْ لَوَجَبَتْ অর্থাৎ- যদি আমি 'হ্যাঁ' বলে দিতাম, তবে প্রতি বছরই হজ্ব করা ফরয হয়ে যেত।[২]

---

[১] (বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ১/৭৯-৮৫)
[২] (মুসলিম, কিতাবুল হজ্ব, বাবু ফরযুল হজ্ব, মাররাতা ফিল ওমর, ৬৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৩৭)

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! হজ্ব জীবনে একবারই ফরয। যেমন- হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে, সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা আকবা বিন হাবিস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রতি বছর হজ্ব ফরয হওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে ছিলেন। তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ অর্থাৎ- হজ্ব একবারই ফরয, যে একের অধিক করবে তা নফল হিসেবে গন্য হবে।"[১]

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্ব, ক্ষমতা ও উম্মতের চিন্তার অনুমান এই বিষয়টি দিয়ে করুন যে, প্রতি বছর হজ্ব ফরয করার ক্ষমতা থাকা সত্বেও উম্মতকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য "হ্যাঁ" বলে প্রতি বছর হজ্ব করাকে ফরয করেননি। অথচ নিজের ক্ষমতার এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, যদি আমি "হ্যাঁ" বলে দিতাম তবে প্রতি বছর হজ্ব ফরয হয়ে যেত। মনে রাখবেন! এটা কোন প্রথম ঘটনা নয় বরং অনেকবার **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম, শাহে বনী আদম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমরা গুনাহগারদের কষ্ট এবং অপারগতার দিকে দৃষ্টি রেখে শরীয়াতের মাসয়ালায় আমাদের সহজতার বিশেষ নজর রাখতেন। আসুন! এই বিষয়ে **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আত্মস্বাধীনতা এবং উম্মতের জন্য **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বানী শুনি এবং আন্দোলিত হই,

১. "لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِیْ لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُوْءَ অর্থাৎ যদি আমার উম্মতের কষ্টের কথা মাথায় না থাকতো তবে আমি অবশ্যই মিসওয়াককে সেই ভাবে ফরয করে দিতাম যেভাবে আমি তাদের উপর অযুকে ফরয করেছি।"[২]

২. "لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِیْ لَاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُّؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفِهٖ অর্থাৎ যদি আমার উম্মতের কষ্টের কথা মাথায় না থাকতো তবে আমি ইশার নামাযকে রাতের এক তৃতীয়াংশে বা মাঝ রাত পর্যন্ত দেরী করার জন্য অবশ্যই আদেশ দিতাম।"[৩]

---

[১] (মুসতাদরিক, কিতাবুত তাফসির, ফরদিয়্যাতুল হজ্ব ফিল ওমরে মাররাতুল ওয়াহিদ, ২/১১)
[২] (মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে ফযল বিন আব্বাস, ১/৪৫৯, হাদীস- ১৭৩৫)
[৩] (তিরমিযী, কিতাবুস সালাত, বাবু মা'যা ফি তাখির সালাতুল ইশাল আখের, ১/২১৪, হাদীস - ১৬৭)

www.dawateislami.net

৩. "وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسُقْمُ السَّقِيمِ لَاَخَّرْتُ هٰذِهِ الصَّلَاةَ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ" অর্থাৎ যদি বৃদ্ধদের দূর্বলতা এবং অসুস্থদের অসুস্থতার চিন্তা না হতো, তবে এই নামায (অর্থাৎ ইশার নামায)কে অর্ধেক রাত পর্যন্ত অবশ্যই ফেরী করে দিতাম।"[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদীসে মোবারকের মাধ্যমে বুঝা গেল, **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি চাইতেন তবে ইশার নামাযের সময়কে পরিবর্তন করে দিতেন, তখন রাতের এক তৃতীয়াংশে বা অর্ধেক রাতের পূর্বে ইশার নামাযও হতো না।[২] কিন্তু উম্মতের সহজতার জন্য এরূপ করেননি।

ইযনে খোদা ছে হো তুম মুখতারে হার দো'আলম,
দোনো জাহাঁ তোমহারী খায়রাত খা রাহে হেঁ। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৯৭ পৃষ্ঠা)

মনে রাখবেন! মিসওয়াক শরীক আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অত্যন্ত প্রিয় একটি সুন্নাত।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا থেকে বর্ণিত; اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَاَ بِالسِّوَاكِ অর্থাৎ **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন দৌলত খানায় (ঘরে) তাশরীফ নিয়ে আসতেন, সর্ব প্রথম মিসওয়াক করতেন।[৩] আর রাত বা দিন যখনই আরাম করতেন জাগ্রত হয়ে অযু করার পূর্বে মিসওয়াক করতেন।[৪] তাই আমাদেরও উচিৎ যে, অন্যান্য সুন্নাতের উপরও আমল করা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সাওয়াব তো পাবোই সাথে সাথে মুখ পরিচ্ছন্ন ও **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টিও অর্জিত হবে। যেমন-

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ" অর্থাৎ মিসওয়াক মুখকে পরিচ্ছন্ন এবং **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির মাধ্যম।"[৫]

---

[১] (আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাবু ওয়াক্তল ইশাল আখির, ১/১৮৫, হাদীস- ৪২২)
[২] (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৬৮০)
[৩] (মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, বাবুল মিসওয়াক, ১৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫৩)
[৪] (আবু দাউদ, কিতাবুত তাহারাত, বাবুস সিওয়াক রিমান কামা মিনাল লাইল, ১/৫৪, হাদীস- ৫৭)
[৫] (বুখারী, কিতাবুস সওম, বাবুস সিওয়াক, ১/৬৩৭)

www.dawateislami.net

আহকামে শরয়ী পর মুঝে দেয় দে দে আমল কা শৌক,
পায়কর খুলোছ কা বানা ইয়া রব্বে মুস্তফা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩১ পৃষ্ঠা)

আক্বা কি আমদ .... মারহাবা, সায়্যিদ কি আমদ .... মারহাবা, জাইয়িদ কি আমদ .... মারহাবা,
তাহির কি আমদ .... মারহাবা, হাজির কি আমদ .... মারহাবা, নাজির কি আমদ .... মারহাবা,
জাহির কি আমদ .... মারহাবা, বাতিন কি আমদ .... মারহাবা, হামী কি আমদ .... মারহাবা,
আক্বায়ে আত্তার কি আমদ .... মারহাবা, মুখতার কি আমদ .... মারহাবা,
মুখতার কি আমদ .... মারহাবা, মুখতার কি আমদ .... মারহাবা।
মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হারম শরীফের ঘাস কাটা হালাল করে দিলেন

মক্কা বিজয়ের সময় **মদীনার তাজেদার, দো'আলমের মালিক ও মুখতার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কার হারম শরীফের ঘাস ইত্যাদি কাটার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পর হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর অনুরোধে নিজের বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রয়োজনের তাগিদে হারম শরীফের ইজহির নামক ঘাস কাটা হালাল ও জায়িয করে দিলেন, যেমনটি হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে:

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা** মক্কা শরীফকে হারম (সম্মানিত) করেছেন। তাই না এখানকার ঘাস উপড়াবে, আর না এখানকার গাছ কাটবে।" (কেননা, এসব কাজ হারমে মক্কায় হারাম ও নিষিদ্ধ) এতে হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ আরয করলেন: "اِلَّا الْاِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَلِسُقُفِ بُيُوْتِنَا অর্থাৎ আমাদের জন্য স্বর্ণকার এবং আমাদের ঘরের ছাদের ইজহির ঘাস কাটা জায়েয করে দিন। (এগুলো আমাদের অনেক কাজে লাগে)

www.dawateislami.net

অতএব **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "اِلَّا الْاِذْخِرَ ইজহির ঘাসে তোমাদের অনুমতি রয়েছে।"[১]

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! একটু ভেবে দেখুন, হারম শরীফের ঘাস ইত্যাদি কাটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখে বিস্তারিত ভাবে শুনে নেওয়ার পরও হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মতো প্রসিদ্ধ সাহাবী **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইজহির ঘাসকে জায়িয করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করছেন। যা দ্বারা বুঝা যায়, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) কোন সাধারণ মানুষ বা নিজেদের মতো মানুষ ভাবতেন না, বরং তাঁদের এই বিশ্বাস ছিলো যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হারাম ও হালালের আহকামকে পরিবর্তন করার পরিপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে এবং স্বয়ং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও বলেননি যে, এতে আমার কোন ক্ষমতা নেই বরং নিজে ক্ষমতাকে ব্যবহার করে ইজহির ঘাসকে হালাল ও জায়িয ঘোষণা করে যেন তাদের এই বিশ্বাসের উপর আপন মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার এই পর্যন্ত বয়ানকৃত সকল ঘটনা ঐ বস্তু বা আহকামের ব্যাপারে ছিল যাতে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের ক্ষমতাবলে স্বতন্ত্র ভাবে নিজের উম্মতের সকলের জন্য সহজতা প্রদান করেছেন। এবার **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার সেই শান ও শওকত দেখুন, কোন বিষয় যা উম্মতের জন্য তো ফরয বা ওয়াজিব, যদি কেউ তা বর্জন করে তবে গুনাহগার হবে। কিন্তু **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের বিশেষ ক্ষমতাবলে সম্মানিত হওয়ার কারণে এক বা কয়েক জনকে সেই ফরয ও ওয়াজিব বর্জন করার অনুমতি প্রদান করেন। শুধু তাই নয় কোন বস্তু যা সকল উম্মতের জন্য হারাম ও নাজায়েয আর যদি তা কেউ করে তবে গুনাহগার হবে। কিন্তু **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের জন্য সেই হারাম ও নাজায়েয বস্তুকে হালাল ও জায়িয করে দিলেন।

---

[১] (বুখারী, কিতাবুল বি'তি, বাবু মা কায়লু ফিস সাওয়াব)

www.dawateislami.net

আসুন! এই বিষয়ে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিছু ক্ষমতার কিছু ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনি:

নামায ক্ষমা করাতে নবীর ক্ষমতা

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর দিন রাত পাঁচ (৫) ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয। এর ফরযিয়তের অস্বীকার করা কুফরী এবং জেনে শুনে একবারও ছেড়ে দেওয়া ব্যক্তি কবীরা গুনাহের সম্পাদনকারী এবং জাহান্নামের আগুনের হকদার। যেমন- **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ অর্থাৎ দিন রাত পাঁচ (৫) ওয়াক্ত নামায ফরয।"[১] কিন্তু উৎসর্গ হয়ে যান! **ছরকারে নামদার, নবীয়ে মুখতার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার উপর যে, সকল উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পরও এক ব্যক্তির আবেদন কবুল করে তাকে তিন (৩) ওয়াক্ত ফরয নামায ছেড়ে দেয়ার অনুমতি প্রদান করলেন। যেমন-

বর্ণিত আছে: এক ব্যক্তি **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম, রাসূলে মুহতাশম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং এই শর্তে ইসলাম কবুল করার জন্য সম্মত হলো যে, আমি দুই (২) ওয়াক্ত নামাযই পড়ব। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা কবুল করে নিলেন।[২]

মনে রাখবেন! নামায ছেড়ে দেয়ার এই অনুমতি শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য ছিল। অন্যদের জন্য এক ওয়াক্ত নামাযও শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া ছেড়ে দেওয়া জায়িয নয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মুসলমানদের জন্য পাঁচ (৫) ওয়াক্ত নামায ফরয, কিন্তু **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ ব্যক্তিকে নিজের ক্ষমতাবলে তিন (৩) ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দেয়ার অনুমতি প্রদান করলেন।

---

[১] (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু বয়ানিস সালাওয়াত, ২৪ পৃষ্ঠা, হাদিস- ১১)
[২] (মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে বসিরি'ন, ৭/২৮৩, হাদীস- ২০৩০৯)

www.dawateislami.net

তাছাড়া রোযার কাফ্ফারা সম্পর্কীতও একটি ঘটনা রয়েছে, তাও শুনে নিন। কিন্তু তার পূর্বে এই মাসআলাটি মনে গেঁথে রাখুন যে, রোযা ভঙ্গ করার সাধারণ হুকুম হলো; রমযানুল মোবারকে কোন জ্ঞান সম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক, মুকীম (অর্থাৎ মুসাফির নয় এমন) রোযা আদায়ের নিয়্যতে রোযা রাখল এবং কোন সঠিক অপারগতা ছাড়া জেনে-বুঝে সহবাস করল বা করাল অথবা কোন বস্তুর স্বাদ গ্রহণের উদ্দেশ্যে খেয়ে নিলো বা পান করলো, তবে রোযা ভেঙ্গে গেল। আর এর কাযা ও কাফ্ফারা দু'টিই আবশ্যক।[১] (কাযা হচ্ছে সেই রোযাটি রমযান ছাড়া অন্য সময় আবার রেখে দিবে এবং) কাফ্ফারা হচ্ছে; সম্ভব না হলে ধারাবাহিক (অর্থাৎ কোন বিরতী না দিয়ে) ৬০টি রোযা রাখবে। এটাও সম্ভব না হলে ৬০ জন মিসকিনকে পেট ভরে দু'বেলা খাওয়াবে।[২] রোযা ভঙ্গকারী প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এটিই শরীয়াতের হুকুম। কিন্তু **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর মহান ক্ষমতাবলে এক সাহাবীর জন্য অত্যন্ত সুন্দর পদ্ধতিতে এই কাফ্ফারা ক্ষমা করে দিয়েছেন। যেমন-

শাস্তিকে পুরস্কার দ্বারা পরিবর্তন করে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; এক ব্যক্তি মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। ইরশাদ করলেন: "কোন্ বিষয়টি তোমাকে ধ্বংসে পতিত করেছে?" আরয করলো: আমি রমযানে নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। ইরশাদ করলেন: "তুমি কি গোলাম আযাদ করতে পারবে?" আরয করা হলো: না। ইরশাদ করলেন: "লাগাতার দুই (২) মাস রোযা রাখতে পারবে?" আরয করা হলো: না। ইরশাদ করলেন: "ষাট (৬০) জন মিসকিনকে খাওয়াতে পারবে?" আরয করলো: না, এই সময় তাঁর পবিত্র খেদমতে খেজুর পেশ করা হলো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (সেই ব্যক্তিকে) ইরশাদ করলেন: "এগুলো দান করে দাও।" আরয করলো: এগুলো কি আমার চেয়ে বেশি অভাবীকে দান করবো? অথচ পুরো মদীনায় এমন কোন ঘর নেই যা আমার সমান অভাবী।

---

[১] (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা)
[২] (মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে বসিরি'ন, ৭/২৮৩, হাদীস- ২০৩০৯)

www.dawateislami.net

فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهٗ وَقَالَ اِذْهَبْ فَاَطْعِمْهُ اَهْلَكَ অর্থাৎ **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই কথা শুনে মুচকি হাসলেন, এমনকি দাঁত মোবারক প্রকাশ পেলো এবং ইরশাদ করলেন: "যাও এই খেজুরগুলো নিজের পরিবার-পরিজনকে খাইয়ে দাও।" (মনে করো এতেই তোমার কাফ্‌ফারা আদায় হয়ে গেছে) [১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ ওয়া খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ফতোওয়ায়ে রযবীয়ায় এই হাদীস শরীফটি উদ্ধৃত করার পর **মদীনার সুলতান, রহমতে আলামিয়ান, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্ব ও শান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: মুসলমানরা! গুনাহের এমন কাফ্‌ফারা সম্পর্কে হয়তো কেউ শুনেননি। (যে রোযা ভঙ্গ করাতে) সোয়া দু'মণ খেজুর। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে প্রদান করা হয় যে, নিজে খেয়ে নাও, কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে। وَاللهِ! এটা **মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমত পূর্ণ দরবার যে, শাস্তিকে পুরস্কারে পরিবর্তন করে দিলো। (তিনি আরো বলেন:) তাঁর একটি কৃপা দৃষ্টি কবীরা গুনাহ সমূকে নেকীতে পরিবর্তন করে দেয়। তাই اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْن جَلَّ جَلَالُهٗ পরম **আল্লাহ্ তাআলা** গুনাহগারদের, ভুলকারীদের, ধ্বংস প্রাপ্তদেরকে তাঁরই দরজা দেখিয়ে দিয়েছেন যে: وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ (পারা- ৪, সূরা- নিসা, আয়াত- ৬৪) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করে, তখন হে মাহবুব (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয়, অতঃপর **আল্লাহ্**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আর রাসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই **আল্লাহ্**কে অত্যন্ত তাওবা কবুলকারী, দয়ালু পাবেন।

[১] (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৫৩১)

www.dawateislami.net

আপনে খাতা ওয়ারোঁ কো আপনে হি দামান মে লো,
কোন করে ইয়ে ভালা তুম পে করোরোঁ দুরূদ।

আক্বা কি আমদ .... মারহাবা, মুস্তফা কি আমদ .... মারহাবা, মুজতবা কি আমদ .... মারহাবা, ত্ব-হা কি আমদ .... মারহাবা, আ'লা কি আমদ .... মারহাবা, বা'লা কি আমদ .... মারহাবা, মুখতার কি আমদ .... মারহাবা, মুখতার কি আমদ .... মারহাবা, মুখতার কি আমদ .... মারহাবা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা, মারহাবা ইয়া মুস্তফা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সাক্ষ্য প্রমাণের বিষয়ে হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা

আল্লাহ্ তাআলা পরস্পর লেনদেনের বিষয়ে দু'জন পুরুষকে সাক্ষী বানানোর আদেশ দিয়ে পবিত্র কুরআনের পারা-৩, সূরা- বাকারা'র ২৮২নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং দু'জন সাক্ষী করে নাও নিজেদের পুরুষদের মধ্য থেকে।

জানা গেলো, যে কোন বিষয়ে একক পুরুষের সাক্ষ্য শরীয়াতে গ্রহণযোগ্য হবে না, এটিই **আল্লাহ্ তাআলা**র নির্দেশ। যা সকল মুসলমানের জন্যই, কিন্তু **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের মর্জি মোবারক অনুযায়ী হযরত সায়্যিদুনা খুযাইমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে এই সাধারণ নির্দেশ থেকে মুক্ত ঘোষণা করে দিয়ে, যে কোন বিষয়ে তাঁর একাকী সাক্ষ্যকে দু'জন পুরুষের সাক্ষ্যর সমতুল্য করে দিয়েছেন এবং ইরশাদ করলেন: "مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ اَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَهُوَ حَسْبُهُ অর্থাৎ খুযাইমা (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) কারো পক্ষে সাক্ষ্য দেয় বা কারো বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তার একার সাক্ষ্য যথেষ্ট।"[১] (অর্থাৎ তিনি সাক্ষ্য দেয়ার পর সাক্ষ্য দাতার সংখ্যা পুরণের জন্য অন্য কোন সাক্ষী প্রয়োজন নেই)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

[১] (সুনানে কবীর, কিতাবুশ শাহাদাত, বাবুল আমর বিল আশহাদ, ১০/২৪৬, হাদীস- ২০৫১৬)

www.dawateislami.net

ইদ্দতের হুকুমে হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা

যদি মহিলা স্বামী ইন্তেকাল করে এবং গর্ভবতী না হয় তবে তার ইদ্দত **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র কুরআনে করীমে চার (৪) মাস দশ (১০) দিন বর্ণনা করেছেন। যেমন- সূরা বাকারার ২৩৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَ الَّذِیْنَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ یَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا یَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায়, তারা (স্ত্রীগণ) চার মাস দশ দিন নিজেদের বিরত করে রাখবে।

(পারা- ২, সূরা- বাকারা, আয়াত- ২৩৪)

সদরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুফতি মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতে মোবারকার তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: গর্ভবতীর ইদ্দত গর্ভ শেষ হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ সন্তান প্রসব হওয়ার সাথে সাথেই ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে) যেমন- সূরা তালাক-এ বর্ণিত রয়েছে। আর এখানে গর্ভবতী নয় এমন মহিলাদের জন্য বর্ণিত হয়েছে। যার স্বামী মারা যায় তার ইদ্দত চার (৪) মাস দশ (১০) দিন। এই সময়ের মধ্যে সে না বিয়ে করতে পারবে, না স্বামীর ঘর ছেড়ে যেতে পারবে, না বিনা প্রয়োজনে তেল লাগাতে পারবে, না সুগন্ধী লাগাতে পারবে, না সাজতে পারবে, না রঙ্গিন ও রেশমী কাপড় পরিধান করতে পারবে, না বিয়ের উৎসাহ মূলক কথাবার্তা খোলা মেলা ভাবে করবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত আয়াত এবং এক তাফসীরের দ্বারা বিস্তারিত ভাবে প্রতিমান হয় যে, যদি গর্ভবতী নয় এমন মহিলার স্বামী মারা যায় তবে তার ইদ্দত চার মাস দশ দিন। আসুন! এবার এই বিষয়েও **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করুন:

হযরত সায়্যিদাতুনা আসমা বিনতে উমাইস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর চার মাস দশ দিনের ইদ্দতের সময় সীমা কমিয়ে তাঁকে শুধুমাত্র তিন দিনের শোক পালন করার আদেশ দিয়ে দিলেন। যেমন-

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদাতুনা আসমা বিনতে উসাইস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: যখন (আমার প্রথম স্বামী) হযরত সায়্যিদুনা জা'ফর তাইয়ার رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ শহীদ হলেন, তখন **ছরকারে নামদার, দো'আলমের মালিক ও মুখতার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: "تَسَلَّبِیْ ثَلٰثًا ثُمَّ اِصْنَعِیْ مَا شِئْتِ অর্থাৎ- তিন দিন সাজসজ্জা করা থেকে বিরত থেকে অতঃপর যা ইচ্ছা করো।"[১]

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ ওয়া খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার বিষয়ে এই হাদীস শরীফ উদ্ধৃত করার পর বলেন: এখানে **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে এই সাধারণ নির্দেশ থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন যে, মহিলাদের স্বামী মারা যাওয়ার চার মাস দশ দিন শোক পালন করা ওয়াজিব।[২]

জো চাহেঙ্গে জিসে চাহেঙ্গে ইয়ে উসে দেঙ্গে,
করীম হে ইয়ে খাযানে লুঠানে আয়ে হে।
ইনহে খোদা নে কিয়া আপনে মুলক কা মালিক,
ইনহি কে ক্বযজে মে রব কে খাযানে আয়ে হে।
শুনোগে লা না যবানে করীম ছে নূরী,
ইয়ে ফয়য ও জুদ কে দরইয়া বাহানে আয়ে হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অনুপযুক্ত কুরবানীর পশু সম্পর্কে হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা

হযরত সায়্যিদুনা বারা বিন আযিব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; হযরত সায়্যিদুনা আবু বুরদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ঈদের নামাযের পূর্বেই পশু কুরবানী করে ফেললেন, তখন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এর পরিবর্তে আবারো কুরবানী করো (কেননা, এই কুরবানী হয়নি)।"

---

[১] (সুনানে কবীর, কিতাবুল আদদ, বাবুল আহদাদ, ৭/৭২০, হাদীস- ১৫৫২৩)
[২] (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৫২৯)

www.dawateislami.net

তখন তিনি আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এখন তো আমার কাছে ছয় (৬) মাসের ছাগলের বাচ্চা আছে, যা এক বছরের ছাগল থেকে উত্তম। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, মক্কী মাদানী হাশেমী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِجْعَلْهَا مَكَانَهَا.وَلَنْ تَجْزِیَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ অর্থাৎ এর পরিবর্তে এটি জবাই করে দাও, কিন্তু তোমার পর আর কারো এরূপ করা কখনোই যথেষ্ট হবেনা।"[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! শহরে কুরবানীকারীদের জন্য আবশ্যক যে, ঈদের নামায আদায় করার পর কুরবানী করা। যেমন- বাহারে শরীয়াতে বর্ণিত রয়েছে; শহরে কুরবানী করা হলে শর্ত হলো ঈদের নামায আদায় হয়ে যাবে। তাই ঈদের নামাযের পূর্বে শহরে কুরবানী হবে না।[২] কিন্তু যেহেতু হযরত সায়্যিদুনা আবু বুরদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ঈদের নামাযের পূর্বেই কুরবানী করে নিয়ে ছিলেন, তাই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে অন্য পশু কুরবানী করার আদেশ দিলেন। তাঁর কাছে যেহেতু এখন শুধু ছয় (৬) মাসের ছাগলের বাচ্চাই ছিল। অথচ কুরবানীর জন্য ছাগল এবং ছাগীর বয়স ১ বছর হওয়া আবশ্যক। যেমন- সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কুরবানীর পশুর বয়স এমন হওয়া চাই উট পাঁচ বছর, ছাগল এক বছর, এর চেয়ে বয়স কম হলে কুরআনী জায়িয হবেনা, বেশি হলে জায়িয বরং উত্তম। হ্যাঁ! দুম্বা বা ভেড়ার ছয় মাসের বাচ্চা যদি এত বড় দেখায় যে, দূর থেকে দেখলে এক বছরের মনে হয়, তবে তা দিয়ে কুরবানী জায়িয।[৩] যেহেতু হযরত সায়্যিদুনা আবু বুরদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর কাছে শুধু মাত্র ছয় মাসের ছাগলের বাচ্চা ছিল, যা দিয়ে কুরবানী হতে পারে না। কিন্তু যখন তিনি তার এই সমস্যার কথা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরয করলেন, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধুমাত্র তাঁকেই ছয় মাসের ছাগলের বাচ্চা কুরবানী করার অনুমতি দিয়ে ইরশাদ করলেন: "তোমার পর আর কারো জন্য ছয় মাসের ছাগলের বাচ্চা যথেষ্ট হবেনা।"

---

[১] (মুসলিম, কিতাবুল আদাহি, বাবুল ওয়াক্তাহা, ১০৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৯৬১)
[২] (বাহারে শরীয়াত, ৩য় পরিচ্ছেদ, ১৫/৩৩৭)
[৩] (বাহারে শরীয়াত, ৩য় পরিচ্ছেদ, ১৫/৩৪০)

www.dawateislami.net

দো জাহাঁ কে তাজদার, আহলান ওয়া সাহলান মারহাবা,
সরওয়ারে বা এখতেয়ার, আহলান ওয়া সাহলান মারহাবা,
মালিক ও মুখতারে মা, আহলান ওয়া সাহলান মারহাবা,
হামী হার বে নাওয়া, আহলান ওয়া সাহলান মারহাবা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এক ব্যক্তি, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল: আমি **আপনার** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) উপর ঈমান আনতে চাই। কিন্তু আমি মদ্যপান, ব্যভিচার, চুরি এবং মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত এবং লোকেরা বলে, **আপনি** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এসবকে হারাম করেছেন। আমি (হঠাৎ করে) এসব গুনাহ তো ছাড়তে পারবো না। যদি আপনি এই বিষয়ে রাজি হয়ে যান যে, আমি এসবের থেকে মাত্র একটি খারাপ কাজ বাদ দেব, তবে আমি আপনার উপর ঈমান আনতে রাজি আছি। **সুলতানে দো'জাহান, রহমতে আলামিয়ান, সরওয়ারে জিশান, মাহবুবে রহমান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও।" সে ব্যক্তি এই বিষয়ে সম্মত হয়ে মুসলমান হয়ে গেল। যখন ঐ ব্যক্তি **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে ফিরে গেল তখন তাকে মদ দেয়া হলো, সে ভাবল; যদি আমি মদ পান করি এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে মদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে আমি মিথ্যা বললে ওয়াদা ভঙ্গ হবে, আর যদি সত্য বলি তবে তিনি আমার উপর শরীয়াতের শাস্তি প্রদান করবেন। সুতরাং সে মদ্যপান করা ছেড়ে দিলো। অতঃপর তার ব্যভিচার করার সুযোগ হলো তখন তার মনে ঐ খেয়াল আসলো, সুতরাং সে এই গুনাহ করাও ছেড়ে দিলো। এভাবে চুরি করার অবস্থায়ও এরূপ হলো। অতঃপর সে **রাসূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম, নবীয়ে মুকার্‌রম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি অনেক ভাল কাজ করেছেন যে, আমাকে মিথ্যা বলা থেকে নিষেধ করেছেন এবং এটা আমার সকল গুনাহের দরজা বন্ধ করে দিয়েছ। এরপর ঐ ব্যক্তি সকল গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলেন।[১]

[১] (সুনানে কবীর, কিতাবুশ শাহাদাত, বাবুল আমর বিল আশহাদ, ১০/২৪৬, হাদীস- ২০৫১৬)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা সম্পর্কে বর্ণনাকৃত এই সকল ঘটনা থেকে এ বিষয়ে অনুমান করা যায় যে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ মহান মর্যাদা দান করেছেন যে, শরীয়াতের আহকাম নির্ধারীত হওয়ার পরও সেই আহকামগুলোর সম্পূর্ণ ক্ষমতা **নবীদের সরদার, দো'জাহানের মালিক ও মুখতার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সমর্পন করে দিয়েছেন। যেমন- মুহাক্কিকে আলাল ইতলাক হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সঠিক ও মনোনীত আকীদা হচ্ছে যে, আহকাম **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে সমর্পিত। যাকে যা ইচ্ছা আদেশ করবেন। একটি কাজ কারো উপর হারাম কারবেন আবার কারো উপর মুবাহ (অর্থাৎ জায়িয)। তিনি আরো বলেন: **আল্লাহ্ তাআলা** শরীয়াতকে নির্ধারীত করে সম্পূর্ণ তাঁর **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সমর্পন করে দিলেন (যে এতে যেভাবে চান পরিবর্তন ও বর্ধিত করুন)[১] তাই আমাদের উচিৎ, **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্যান্য ফযীলত ও উৎকর্ষতার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখার সাথে সাথে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করা। তা ছাড়া এই ধরণের মানসিকতাকে আপনার মনে কখনো স্থান দিবেন না যে, যেই বস্তুকে কুরআনে করীমে হালাল বলা হয়েছে শুধুমাত্র তাই হালাল এবং যেই বস্তুকে কুরআনে করীমে হারাম করা হয়েছে শুধুমাত্র তাই হারাম। বরং বিশ্বাস এটা হওয়া চাই যে, **নবীদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী ও হাদীস শরীফ ও কোন কিছুকে হালাল ও হারাম করাকে কুরআনে করীমের মতো প্রমাণ ও যুক্তি রাখে। যেমন- স্বয়ং **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের ক্ষমতার প্রতি আপত্তিকারী বদ-নসীবদের ভীতি প্রদর্শন করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: "হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি নিজের আসনে ভালভাবে ঠেক লাগিয়ে বসে এবং আমার হাদীস থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করার পর (লোকদের বিশ্বাস নষ্ট করতে গিয়ে) বলে যে, আমাদের এবং তোমাদের মাঝে **আল্লাহ্ তাআলার** কিতাব কুরআন বিদ্যমান।

---

[১] (মাদারিজুন নবুয়ত, ২/১৮৩)

www.dawateislami.net

আমরা এতে যা হালাল পাবো, শুধুমাত্র তাকে হালাল এবং এতে যা কিছু হারাম পাবো, শুধুমাত্র তাকেই হারাম জানব। (অতঃপর ইরশাদ করেন:)

اَلَا وَاِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا حَرَّمَ اللهُ অর্থাৎ সাবধান! যে বস্তুকে **আল্লাহ্ তাআলার রাসূল** হারাম করে দেয় তাও **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে হারামের মতোই হারাম।"[১]

আজ আয্ পায়ে বিলাদত জি হ্যাঁ মিলেগি জান্নাত,
মুখতারে খুলদ ও কাউসার তাশরীফ লা রহে হেঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মনে রাখবেন! যে **আল্লাহ্ তাআলা** দুনিয়ায় প্রায় একলক্ষ চব্বিশ হাজার (১,২৪,০০০) পয়গম্বর পাঠিয়েছেন। আর তাঁদের বিভিন্ন প্রকার মুজিযা এবং অতুলনীয় ক্ষমতা দ্বারা ধন্য করেছেন। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে মৃত ব্যক্তি জীবিত করা, কুষ্ঠ ও প্লেগ রোগ দূর করার ক্ষমতা ও মুজিযা প্রদান করা হয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে জ্বীন আর বাতাসের উপর রাজত্ব এবং তিন মাইল দূর থেকেও পিপঁড়ার আওয়াজ শুনা ইত্যাদির মতো ক্ষমতা প্রদান করেন। আর যখন **আল্লাহ্ তাআলা শাহে বনী আদম, শাফিয়ে উমম, রাসূলে মুহতাশত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে রাসূল বানিয়ে পাঠালেন তখন যেহেতু তাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল কিছুর সরদার বানানো হয়েছে, তাই **আল্লাহ্ তাআলা হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পূর্ববর্তী আম্বিয়া ও রাসূলদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام চেয়ে বেশি ফযীলত ও মহত্ব এবং ক্ষমতার মালিক বানালেন। এমনকি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে চন্দ্র সূর্যের উপরও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। যেমন-

[১] (ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু তাযীমে হাদীসে রাসূলুল্লাহ্, ১/১৬, হাদীস- ১২)

www.dawateislami.net

নূরের খেলনা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তার লিখিত রিসালা "নূরের খেলনা"র ৬নং পৃষ্ঠায় লিখেন;

হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি **রাসূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম, শাহে বনী আদম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে তো আপনার নবুয়তের নিদর্শন সমূহ আপনার দ্বীনে অন্তর্ভূক্তীর দাওয়াত দিয়েছিলো। আমি দেখলাম, আপনি শৈশবে দোলনায় শুয়ে চাঁদের দিকে ইশারা করতেন তখন যেদিকেই আপনি ইশারা করতেন, চাঁদ সেই দিকেই ঝুঁকে যেতো। **হুযুর পুরনূর, শাফায়ে ইয়াওমুন নুশুর, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি চাঁদের সাথে কথা বলতাম এবং চাঁদ আমার সাথে কথা বলতো। তা আমাকে কান্না করা থেকে ভুলিয়ে রাখতো এবং যখন চাঁদ আরশে ইলাহীর নিচে সিজদা করতো তখন আমি তার তাসবীহ পাঠ করার আওয়াজ শুনতাম।"

চাঁন্দ ঝুক জা-তা জিধার উঙ্গলী উঠাতে মাহাদ মে, কিয়া হি চলতা থা ইশারো পর খিলোনা নূর কা।
তেরে হি মাথে রাহা এ্যয় জান সেহরা নূর কা, বখত জা-গা নূর কা চমকা সিতারা নূর কা।
মে গদা তু বাদশাহ্ ভর দে পিয়ালা নূর কা, নূরে দ্বীন দু'না তেরা দে ঢাল সদকা নূর কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ডুবন্ত সূর্য ফিরে এলো

খাইবারের নিকটস্থ স্থান সেহবায় **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আছরের নামায পড়েই হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর কোলে পবিত্র মস্তক মোবারক রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ওহী অবতীর্ণ হতে লাগলো। হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم পবিত্র মস্তক মোবারককে নিজের কোলে নিয়ে বসে আছেন।

www.dawateislami.net

এমন সময় সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জানা হয়ে গেল যে, হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর আছরের নামায কাযা হয়ে গেছে। তখন **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করলেন: "হে **আল্লাহ্ তাআলা!** নিঃসন্দেহে আলী তোমার এবং তোমার রাসূলের আনুগত্যে ছিলো তাই সূর্যকে আবার ফিরিয়ে দাও যেন আলী আসরের নামায আদায় করতে পারে।" হযরত সায়্যিদাতুনা আসমা বিনতে উমাইস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বলেন: আমি আমার নিজের চোখেই দেখেছি যে, ডুবন্ত সূর্য আবার ফিরে এলো এবং পাহাড়ের চুঁড়ায় আর জমিনের উপর সর্বত্রই রোদ বিস্তৃত লাভ করেছিল।[১]

যমীন ও যমাঁ তোমহারে লিয়ে মকীন ও মকাঁ তোমহারে লিয়ে,
চুনি ও চুনাঁ তোমহারে লিয়ে বনে দো'জাহাঁ তোমহারে লিয়ে।
ইশারে ছে চাঁন্দ ছির দিয়া চুপে হুয়ে খুর কো ফের লিয়া,
গেয়ী হোয়ে দিন কো আছর কিয়া ইয়ে তাব ও তাওয়াঁ তোমহারে লিয়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

"সীরাতে মুস্তফা" কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, দো'আলমের মালিক ও মুখতার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফযীলত ও উৎকর্ষতা এবং ক্ষমতা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত "সীরাতে মুস্তফা" কিতাবটি অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই কিতাবে নবুয়তের ঘোষণার এবং হিজরতের পূর্বের এবং পরের ঘটনা। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা, বংশীয় অবস্থা এবং যুদ্ধের ঘটনা সমূহ ছাড়াও জড় বস্তু, উদ্ভীদ, পশু এবং জ্বিন ইত্যাদির বিষয়ে মুজিযা সমূহও অত্যন্ত সুশ্রী ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে নিজেও পড়ুন এবং অন্যদেরকেও পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।

---

[১] (সিরাতে মুস্তফা, ৭২২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড করতে পারবেন এবং প্রিন্টও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদ্‌রাসাতুল মদীনা অনলাইন মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে এরূপ প্রিয় বিষয় সম্পর্কে বলা হয় এবং অত্যধিক সুন্নাত শিখা ও শিখানো হয়। তাই আমরাও নেক কাজ করার জন্য, গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য, ইলমে দ্বীনে বৃদ্ধির জন্য এবং ইশকে রাসূল বাড়ানোর জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামী প্রায় ৯৭টি বিভাগে নেকীর দাওয়াত প্রসারের কাজে সদা ব্যস্ত। যার মধ্যে একটি বিভাগ "মাদ্‌রাসাতুল মদীনা অনলাইন"। শাওয়ালুল মুকার্‌রম ১৪৩২ হিজরী অনুযায়ী সেপ্টেম্বর ২০১১ইংরেজী সালে মজলিস মাদ্‌রাসাতুল মদীনা অনলাইন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিভাগের অধীনে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক দেশের মুসলমানদের শুধু সঠিক মাখারিজ অনুযায়ী কুরআনে পাকের ফ্রি শিক্ষা দেওয়া হয় তা নয় বরং ইসলামের মৌলিক শিক্ষা যেমন- অযু, গোসল, তায়াম্মুম, আযান, নামায, যাকাত, রোযা এবং হজ্ব ইত্যাদির বিভিন্ন মাসয়ালা শিখানো হয়। যেখানে রীতি মতো অনলাইন দরসে নিজামী (আলীম কোর্স) করানোর লক্ষ্য রয়েছে। দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** এই বিভাগের বিস্তারিত এবং ভর্তি ফর্ম **(Admission Form)** ও পাওয়া যাবে। তাই মাদ্‌রাসাতুল মদীনা অনলাইনে ভর্তিচ্ছুক ইসলামী ভাই দা'ওয়াতে ইসলামীর এই ওয়েব সাইট অবশ্যই ভিজিট **(Visit)** করুন।

আল্লাহ্ করম এ্যয়ছা করে তুঝপে জাহাঁ মে,
এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচী হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ানের সারমর্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে শ্রবন করলাম।

- কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শাফায়াতে কুবরার (অর্থাৎ বড় শাফায়াত) ক্ষমতা প্রদান করবেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** ঐ সকল উম্মতদের দোযখ থেকে বের করে আনবেন যাদের অন্তরে কণা পরিমানও ঈমান থাকবে। মনে রাখবেন! এটা তো কিয়ামতের দিনের ক্ষমতা, দুনিয়াতেও লোকদের নিজস্ব অবস্থাতে এবং হালাল ও হারামের শরীয়াতের আহকামে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করে কুরআনে করীমে বলে দেয়া হয়েছে যে, যা কিছু তোমাদের রাসূল দান করেন তা নাও এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো। এতে প্রতিয়মান হয় যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলার** একচ্ছত্র প্রতিনিধি।
- সমস্ত জগত **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার অধীনে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যা ইচ্ছা করবে, যাকে যা ইচ্ছা আদেশ করবে। এজন্য যে, হারমে মক্কায় গাছ ও ঘাস ইত্যাদি কাটা হারাম হওয়ার পরও লোকদের প্রয়োজনের কারণে ইজহির নামক ঘাস কাটা হালাল করে দিয়েছেন।
- সবার জন্য ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়া সত্বেও এক ব্যক্তির জন্য তার আবেদন কবুল করে ৩ ওয়াক্ত নামায ক্ষমা করে দিলেন।
- হজ্বের হুকুম বর্ণনা করার পর যখন প্রতি বছর হজ্ব ফরয হওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তখন নিশ্চুপ থেকে জীবনে একবারই হজ্ব ফরয রাখলেন এবং বললেন; যদি আমি বলে দিতাম যে, হ্যাঁ! প্রতি বছর হজ্ব ফরয তবে প্রতি বছরই হজ্ব ফরয হয়ে যেতো।
- উম্মতের কষ্টের কথা ভেবে মিসওয়াক করাকে শুধুই সুন্নাত হিসেবে রাখলেন। অযুতে ওয়াজিব করলেন না।

www.dawateislami.net

- ইশার নামাযেও উম্মতের সহজতার কথা ভেবেই মাঝ রাতে বা রাতের তৃতীয়াংশে ইশার নামায পড়াকে ওয়াজিব করেননি।
- গর্ভবতি নয় এমন মহিলার স্বামীর মৃত্যুতে কুরআনী হুকুম অনুযায়ী চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। কিন্তু হযরত সায়্যিদাতুনা আসমা বিনতে উমাইস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর জন্য **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দীর্ঘ সময়ের ইদ্দতকে তিন দিনে পরিবর্তন করে দিলেন।
- এক বছরের কম বয়সি ছাগলের বাচ্চা কুরবানী করা জায়েয নেই। কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা বুরদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে ৬ মাসের ছাগলের বাচ্চার কুরবানী করার অনুমতি দিয়ে বলেন: তোমার পর আর কারো এরূপ করা জায়িয হবেনা।

মোট কথা; **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা সম্পর্কে এরূপ অনেক ঘটনা রয়েছে। যা দ্বারা **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্ব এবং ভালবাসা ও ভক্তি অন্তরে আরো বেশি দৃঢ় হওয়ার সাথে সাথে এই বিষয়টিও পরিস্কার হয়ে যায় যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের মতো مَعَاذَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) কোন সাধারণ মানুষ নয় বরং **আল্লাহ্ তাআলা** সমস্ত সৃষ্টি জগতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের সত্যিকার আশিকে রাসূল বানান এবং আশিকানে রাসূলের সহচর্য অর্জনের তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন মিলাদে মুস্তফার কিছু সুন্দর মুহূর্তের আলোচনা শুনি: যখন **আমার আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুনিয়ায় শুভাগমন হয়, তখন তারিখ কত ছিলো? কি বার ছিলো? কি অবস্থা ছিলো? আসুন শুনি এবং ঈমান তাজা করি:

রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় দাদাজান হারম শরীফে চলে আসেন। হযরত আমেনা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا হলে একা।

www.dawateislami.net

কেননা, শাশুড়ী এবং স্বামী পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন। শশুড় খানায়ে কা'বার তাওয়াফে ব্যস্ত, মনে মনে ভাবছেন আহ! এই মুহূর্তে যদি আব্দুল মুনাফের বংশের কিছু মহিলা আমার কাছে থাকতো! হঠাৎ দেখলেন যে, অত্যন্ত সুন্দর ও সুশ্রী মহিলায় ঘর ভরে গেল। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا তাদের জিজ্ঞাসা করলেন: আপনারা কে? কোথা থেকে আসলেন? এবং কেন আসলেন? তাদের মধ্য থেকে একজন বললেন: আমি উম্মুল বশর, সকল মানুষের মা, আদম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর স্ত্রী, হাওয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا। ২য় জন বললেন: আমি ফিরআউনের বিবি আসিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا। ৩য় জন বললেন: আমি ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মা, মরিয়ম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এবং বাকী সকল মহিলাই জান্নাতের হুর। আজ **দুই জগতের দুলহা, বিশ্ব জগতের দাতা, ফকিরদের আশ্রয় স্থল, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমন হবে। তাঁর সম্ভাষণ এবং আপনার খেদমত করার জন্যই আমরা এসেছি হে আমেনা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا! দরজার বাইরে দৃষ্টি দিল, চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় ফিরিশতাদের ভীড় লেগে আছে। হলে হুরেরা দরজায় ফিরিশতা, তাঁদের কাতার সমূহ আকাশে পৌঁচালো। উপস্থিতিদের মধে কিছুটা এরূপ আলাপ চলচে:

আয়ি নিদা কেহ আমেনা জাগে তেরে নসীব,
আয়েগে তেরি গোদ মে আল্লাহ্ কে হাবীব।
কাহা হুরোঁনে ইয়ে মাহবুবে রাব্বুল আলামীন হোঙ্গে,
ফিরিশতোঁ নে কাহা ছরকার খতমুল মুরসালীন হোঙ্গে।
যমী বুলি কেহ্ ইয়ে আসরারে কুদরত কে আমীঁ হোঙ্গে,
ফলক বুলা কেহ ইন কে বা-দ পয়গম্বর নেহী হোঙ্গে।

প্রিয় নবী, দাঈ হালিমার দুলারা নবী, বে-সাহারাদের সাহারা নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খতনা কৃত, নাভী কর্তিত, সূরমা লাগানো চোখ নিয়ে শুভাগমন করেন। সকল প্রকার নাপাকী থেকে পবিত্র বরং নাপাকী থেকে পাক করার জন্য শুভাগমন করেছেন। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসতে লাগলো: কাবার রবের শপথ! কা'বা সম্মানিত হয়ে গেল। সাবধান হয়ে যাও! কা'বাকে তার ক্বিবলা ও বাসস্থান করে দেয়া হল।

www.dawateislami.net

মাহবুবে রব্বুল ইজ্জত, মুস্তফা জানে রহমত, তাজেদারে রিসালত, শাহান শাহে নবুয়ত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ার শুভাগমন করতেই **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে সিজদাবনত হলেন। মোবারক আঙ্গুল আকাশের দিকে উত্তোলিত ছিলো। জান্নাতি ফুলের চেয়েও বেশি সুন্দর ঠোঁঠদ্বয় নড়ছিল এবং আওয়াজ আসছিল:

رَبِّ هَبْ لِیْ اُمَّتِیْ ، رَبِّ هَبْ لِیْ اُمَّتِیْ ، رَبِّ هَبْ لِیْ اُمَّتِیْ ।

বিলাদতে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহূর্তে তিনটি পতাকা উত্তোলন করা হয়। একটি পূর্বে একটি পশ্চিমে আর একটি খানায়ে কা'বার ছাদের উপর।

হযরত সায়্যিদাতুনা আমেনা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: মুস্তফার শুভাগমনের সময় এমন নূর চমকালো যে, পূর্ব পশ্চিম আলোকিত হয়ে গিয়েছিল এবং আমি মক্কা থেকে সিরিয়ার আট্টালিকা সমূহ স্পষ্ট দেখে নিলাম।

আমেনা তুঝ কো মোবারক শাহ্ কি মিলাদ হো, তেরা আঙ্গান নূর বলকে, ঘর কা ঘর ছব নূর হে।
ইচ তরফ জু নূর হে তো উছ তরফ ভি নূর হে, যর্‌রা যর্‌রা সব জাহাঁ কা নূর ছে মা'মুর হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ার শুভাগমন করতেই সিজদা করেছেন। আহ! ঐ সিজদার সদকায় আমাদেরও সিজদার তৌফিক নসীব হয়ে যাক এবং আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে তাকবীরে উলার সাথে প্রথম কাতারে আদায় করতে অভ্যস্ত হয়ে যাই। মনে রাখবেন! প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। নামাযের ফরযিয়্যতকে অস্বীকারকারী কাফের। হোক তার নাম ও অন্যান্য কাজ কারবার মুসলমানদের মধ্যে। যে বদ নসীব এক ওয়াক্ত নামাযও জেনে বুঝে কাযা করে দেয় তার নাম জাহান্নামের দরজায় লিখে দেয়া হয়।

আল্লাহ্ তাআলার মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের খুশিতে জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام কা'বার ছাদে পতাকা গেঁড়ে দিয়েছেন।

রূহুল আমীঁ নে গাড়া কা'বে কি ছাত পে ঝান্ডা, তা আরশ উড়া পরিরা সুবহে শবে বিলাদত।

www.dawateislami.net

اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ আমরাও আমাদের হাতে এবং আমাদের গাড়ীতে ফয়যানে গুম্বদে খাযরা এবং ফয়যানে গাউছ ও ওয়ার প্রতিকি পতাকা উড়িয়ে জুলুশে মিলাদে অংশগ্রহণ করবো, জোড়ে বলুন اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ। اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ ১২ রবিউল আউয়াল অর্থাৎ আজকের রোযাও রাখবো। কেননা, আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি সোমবার রোযা রাখতেন। যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সোমবার শরীফের রোযার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন ইরশাদ করলেন: "এই দিনেই আমি জন্মেছি এবং এই দিনেই আমার উপর প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়েছে।" তাহলে اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ আমরাও আজকের রোযা রাখবো। হাত উঠিয়ে উচ্চ স্বরে বলুন اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ।

১২তম তারিখ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ ১২তম রাত, আর ১২তম সংখ্যাটি আমরা অনেক ভালবাসী। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ভাইজান, মাওলানা হাসান ওয়া খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আপন নাতের গ্রন্থ "যওকে নাতে" বলছেন:

সাবাবে রহমতে বারী হে বারভী তারিখ, করম কা চশমায়ে জারী হে বারভী তারিখ।
হামে তু জান ছে পিয়ারি হে বারভী তারিখ, আদু কে দিল কো কাটাঁরী হে বারভী তারিখ।
হাজার ঈদ হোঁ এক এক লাহয়ে পর কুরবাঁ, খুশি দিলো পে উহ তারি হে বারভী তারিখ।
তামাম হো গেয়ী মিলাদে আম্বীয়া কি খুশি, হামেশা আব তেরী বারী হে বারভী তারিখ।
খোদা কে ফযল ছে ঈমান মে হে হাম পুরে, কেহ আপনে রূহ মে সারি হে বারভী তারিখ।
হামেশা তুনে গোলামোঁ কে দিল কিয়ি ঠাণ্ডি, জলে জো তুঝ ছে ওহ্ নারী হে বারভী তারিখ।
হাসান বিলাদতে ছরকার ছে হোয়া রওশন, মেরে খোদা কো ভি পিয়ারি হে বারভী তারিখ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এই ১২মত তারিখের প্রিয় সম্পর্ক অনুসারে দা'ওয়াতে ইসলমীর ১২টি সাপ্তাহিক ইজতিমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ তিলাওয়াত, নাত, বয়ান, যিকির, দোয়া, রাতে ইতিকাফ, ফযরের পর মাদানী হালকা এবং ইশরাক ও চাশত পর্যন্ত অংশগ্রহণ এবং আপনার সাথে ইনফিরাদী কৌশিশ করে আরো দু'জন ইসলামী ভাইকে সাথে আনার নিয়্যত করে নিন। এই ইচ্ছায় হাত উঠিয়ে উচ্চ আওয়াজে বলুন اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্যময় বিলাদতের খুশিতে রবিউল আউয়ালে বরং সম্ভব হলে এখনি হাতো হাত দা'ওয়াতে ইসলামীর তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করুন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনিও দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রিয় মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। আজকের এই মোবারক রাতের মহান মুহুর্তে আশিকানে রাসূলের সহচর্য অর্জন করে নেক কাজ করা ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন। ফরয ইলম শিখার, প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করার এবং মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়্যত করে নিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নখ কাটার সুন্নাত ও আদব

(১) জুমার দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। অবশ্য যদি বড় হয়ে যায় তবে জুমার দিনের জন্য অপেক্ষা করবেন না। (দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা) সদরুশ শরীয়া মাওলানা আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে পরবর্তী জুমার পর্যন্ত বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তিন দিন অতিরিক্ত অর্থাৎ দশদিন পর্যন্ত। অন্য বর্ণনায় এটাও রয়েছে, যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে,

www.dawateislami.net

তবে রহমতের শুভাগমন হবে এবং গুনাহ দূরীভূত হবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ২২৫, ২২৬ পৃষ্ঠা) (২) হাতের নখ কাটার পদ্ধতি পেশ করা হচ্ছে : সর্বপ্রথম ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে কনিষ্ঠা আঙ্গুলের নখ কাটবেন তবে বৃদ্ধাঙ্গুল ছেড়ে দিবেন। এবার বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। এখন সবশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। (দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৮০ পৃষ্ঠা, ইহইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা) (৩) পায়ের নখ কাটার কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই তবে উত্তম হচ্ছে ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ পর্যন্ত কেটে নিন অতঃপর বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে শুরু করে কনিষ্টা আঙ্গুলের নখ কাটুন। (প্রাগুক্ত) (৪) অপবিত্রাবস্থায় (অর্থাৎ গোসল ফরয অবস্থায়) নখ কাটা মাকরূহ। (আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা) (৫) দাঁত দ্বারা নখ কাটা মাকরূহ এবং এর দ্বারা শ্বেত রোগ হওয়ার আশংকা রয়েছে। (প্রাগুক্ত) (৬) কর্তিত নখ মাটিতে পুতে দিন আর যদি সেগুলো বাইরে ফেলেও দেন তবে কোন অসুবিধা নেই। (প্রাগুক্ত) (৭) কর্তিত নখ পায়খানা কিংবা গোসলখানাতে ফেলা মাকরূহ কেননা এতে রোগ সৃষ্টি হয়। (প্রাগুক্ত) (৮) বুধবার নখ কাটা উচিত নয় এতে শ্বেতরোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অবশ্য যদি ৩৯ দিন পর্যন্ত নখ কাটেনি, আজ বুধবার ৪০ তম দিন হয়ে গেল যদি আজ কাটা না হয় তবে তার জন্য ওয়াজিব হচ্ছে যেন আজই কেটে নেয় কারণ চল্লিশ দিনের অতিরিক্ত নখ রাখা না জায়েজ ও মাকরূহে তাহরীমী। (বিস্তারিত জানতে ফতোওয়ায়ে রযবীয়া সংশোধিত ২২তম খন্ড, ৫৭৪ থেকে ৬৮৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখুন) (৯) লম্বা নখ শয়তানের বৈঠকখানা অর্থাৎ তাতে শয়তান বসে।

(ইত্তিহাফুস সাদাহ লিয যায়দী, ২য় খন্ড, ৬৫৩ পৃষ্ঠা)

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশেকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

www.dawateislami.net

মুঝ কো জযবা দে সফর করতা রহোঁ পরওয়ারদিগার,
সুন্নাতোঁ কি তরবিয়ত কে কাফেলে মেঁ বার বার।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ۨ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন তিনি চলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net